بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PRESIDENT
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGABHABAN, DHAKA

29 Agrahayan 1432
14 December 2025

Message

Today, 14 December, marks Martyred Intellectuals Day- a day of profound sorrow in the history of Bangladesh. On this day in 1971, the Pakistani occupation forces, along with their collaborators, brutally killed some of the nation's brightest sons. I pay my deepest respect and heartfelt tribute to those valiant intellectuals whose sacrifice accelerated our struggle for liberation. I pray for the forgiveness and eternal peace of their departed souls.

Intellectuals are the architects of a nation's development and progress. Through the pursuit of free thought, creative endeavours, innovative capacities, and the promotion of democratic ideals, they contribute to building a knowledge-based and prosperous society. For this reason, the occupation forces, facing imminent defeat, carried out a brutal killing mission across Dhaka and beyond to make the nation bereft of talent. Renowned academics, writers, doctors, scientists, philosophers, engineers, lawyers, journalists, artists, and political thinkers were mercilessly abducted and murdered. Bangladesh still carries the wound of losing its finest minds at the dawn of independence.

The unwavering courage and resilience of the martyred intellectuals in the face of oppression remain unparalleled and eternally remembered in the nation's history. I firmly believe that if we build a new Bangladesh- free from discrimination and guided by the ideals and path left by the martyred intellectuals- we can create a secular and prosperous nation inspired by the spirit of the Liberation War, thereby fulfilling their sacrifice.

Md. Shahabuddin

Mohammed Shahabuddin

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

আজ ১৪ ডিসেম্বর, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক শোকাবহ দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ও তাদের দোসররা নির্মমভাবে হত্যা করে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সেই সকল সূর্যসন্তান ও শহিদ বুদ্ধিজীবীকে, যাদের আত্মদান আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছে। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি।

বুদ্ধিজীবীরা একটি জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম রূপকার। জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক কারিগররা মুক্তবুদ্ধির চর্চা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের মাধ্যমে একটি জ্ঞাননির্ভর সমৃদ্ধ জাতি গঠনে ভূমিকা রাখেন। এ কারণেই, পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা হানাদার বাহিনী তাদের আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পূর্বে জাতিকে মেধাশূন্য করার হীন উদ্দেশ্যে ঢাকাসহ সারাদেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। নির্মমভাবে গুম ও হত্যা করে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিল্পী, রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ বহু গুণীজনকে। স্বাধীনতার উষালগ্নে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারানোর এই ক্ষত বাংলাদেশ আজও বহন করে চলেছে।

সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের অবিচল সাহস ও দৃঢ় অবস্থান দেশের ইতিহাসে অনন্য ও চিরস্মরণীয়। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রেখে যাওয়া আদর্শ ও পথকে অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সুখী-সমৃদ্ধ এবং বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়তে পারলেই তাঁদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

CHIEF ADVISER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

29 Agrahayan 1432
14 December 2025

Message

Today is Martyred Intellectuals Day—an occasion of profound sorrow and disgrace in the history of Bangladesh. In the final days of the great Liberation War, when defeat was inevitable, the Pakistani occupation forces and their local collaborators brutally killed our intellectuals in an attempt to cripple Bangladesh intellectually. On this tragic day, I pay my deepest respects to the martyred intellectuals and to all valiant martyrs of the Liberation War, and I pray for the eternal peace and salvation of their departed souls.

The martyred intellectuals were frontline warriors in our struggle of ideas against the oppressive Pakistani regime. Through their intellect, wisdom, cultural pursuits, and powerful writings, our intellectuals played a pivotal role in uniting the nation and mobilising public opinion in favour of the Liberation War. Their intellectual and strategic guidance to the wartime government also made invaluable contributions to steering the nation towards victory.

On the eve of the Bengali nation's triumph, the occupation forces and their collaborators abducted and brutally murdered patriotic academics, journalists, writers, physicians, scientists, lawyers, artists, engineers, philosophers, politicians, thinkers, and countless other enlightened minds. Through this premeditated and barbaric massacre, the anti-liberation forces sought to render Bangladesh—a nation on the verge of independence—intellectually barren but ultimately failed.

Our martyred intellectuals had envisioned a democratic, developed, and prosperous Bangladesh. The present Interim Government, formed through the July uprising, has embarked on building a just and equitable new Bangladesh with the support of the entire nation. I firmly believe that through these efforts, we will be able to fulfil the cherished lifelong dream of our martyred intellectuals.

Let us all unite anew on Martyred Intellectuals Day. Through our collective efforts, let us build a developed and prosperous Bangladesh for the future.

Professor Muhammad Yunus

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

আজ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক দুঃখজনক ও কলঙ্কময় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিনগুলোতে পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে দেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। শোকাবহ এই দিনে আমি শহিদ বুদ্ধিজীবীসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করি।

শহিদ বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে সম্মুখসারির যোদ্ধা। বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের মেধা ও প্রজ্ঞার প্রয়োগ, সাংস্কৃতিক চর্চা ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। যুদ্ধকালীন সরকারকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কৌশলগত পরামর্শ দিয়ে জাতিকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিতেও তাদের ছিল অসামান্য ভূমিকা।

জাতির বিজয়ের প্রাক্কালে হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা এই সব দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, প্রকৌশলী, দার্শনিক, রাজনৈতিক ও চিন্তাবিদসহ দেশের মেধাবী সন্তানদের নির্মমভাবে গুম ও হত্যা করে। এই পরিকল্পিত নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে থাকা বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করে একটি ব্যর্থ জাতিতে পরিণত করাই ছিল স্বাধীনতাবিরোধীদের মূল উদ্দেশ্য।

আমাদের শহিদ বুদ্ধিজীবীরা স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি গণতান্ত্রিক উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সমগ্র জাতিকে সাথে নিয়ে তেমনই একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু করেছে। এর মাধ্যমে আমাদের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আমৃত্যু লালিত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আসুন, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে সবাই নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ হই। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলি উন্নত, সমৃদ্ধ আগামীর বাংলাদেশ।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস